জিহাদি জীবনঃ ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহ

(প্রচন্ড কাজ পাগল এক ভাইয়ের গল্প)

আল্লাহ্ সুবহানু তা'আলা তাঁর জমীনে দ্বীনের কাজকে আনজাম দেওয়ার কিছু বান্দাকে খাস করে বাছাই করে নেন। যারা তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেন দ্বীনের কল্যাণের জন্য। এরকম এক ভাইয়ের গল্প বলব আজ। এই ভাইয়ের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করার দুর্লভ সুযোগ এসেছিল। সেখান থেকে দুই একটা ঘটনা উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ।

ঘটনা-একঃ ঘটনাটা ২০১৫ সালের। ঈদ-উল-আজহার দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাইয়ের সাথে সালাত আদায় করে বাসায় আসলাম। নাস্তা করলাম। তারপর ভাইয়ের সাথে নিম্নোক্ত কথাকথন হলোঃ

ভাইঃ আচ্ছা আমাদের ত আপাতত যাওয়ার কোন জায়গা নাই। কিন্তু সময়টা ত কাটাতে হবে। চলেন আমরা কিছু কাজ করি। এতে আলহামদুলিল্লাহ্* সময়ও কাটবে এবং কিছু কাজও হবে।

আমিঃ জি ভাই ইনশাল্লাহ।

ভাইঃ (একটা পেনড্রাইভ এগিয়ে দিয়ে) দেখেন এখানে গেরিলা যুদ্ধের উপর কিছু বই আছে। এর মধ্যে যেটা বেশি উপযুক্ত মনে হয় সেটা অনুবাদ শুরু করেন ইনশাল্লাহ।

আমিঃ (মনে মনে বলতেছি ভাই আজকে ঈদের দিন। এটা একটু মাথায় রাখা উচিৎ না) জি ঠিক আছে ভাই।

(অতঃপর ঈদের দিনটা কাটল গুগল ট্রান্সলেটর, ডিকশনারির সাথে)

ঘটনা-দুইঃ প্রায় সমসাময়িক সময়ের ঘটন।। ঈদের দুই দিন পরে যেখানে ছিলাম সেখানে আরও দুই জন ভাই আসলেন। তাঁদের মধ্যে একজন আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং অনেক দিন পর তাঁর সাথে আমার দেখা। ভাবলাম অনেক দিন পর দেখা হল। কিছু সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে। কিছু আল্লাহ্* তা'আলা সেদিন কপালে অন্য কিছু লিখে রেখেছিলেন। ভাইরা আসার পর কিছুক্ষন তাঁদের হাল-হকিকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ চলল। অতঃপর ভাইয়ের প্রস্তাবঃ ভাই আপনারা আসলেন। এখানে ত মোটামুটি আমরা ৪ জন হয়ে গেলাম। চলেন আমরা একটা কাজ করি। আমরা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় জিহাদের কাজ কখন শুরু হয়েছে, সেখানে কিভাবে পরবর্তীতে তাঁদের কাজ এগিয়ে নিয়েছেন এগুলো পর্যালোচনা করে আমাদের ভূমিতে জিহাদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে সেগুলো নিয়ে কিছুক্ষন আলোচনা করি। আমি মনে মনে বললাম হয়ে গেল পরিচিত ভাইয়ের সাথে সুখ-দুঃখের আলাপ করা। অতঃপর মোটামুটি ঘুমানোর আগ পর্যন্ত এটা নিয়ে আলোচনা চলল এবং আলোচনার এক পর্যায়ে একটা ভুল করার জন্য ১০ টা পুশ আপ দিতে হল। যাই হোক পর দিন সকালে পরিচিত ভাই চলে যাচ্ছে তখন ঐ ভাইকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমিও বের হচ্ছি। তখন ভাই বললেন আচ্ছা আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত আলোচনা থাকলে এর ফাঁকে সেরে নেন। মনে মনে আমি বললাম যাক ভাই ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি এই বিষয় অবশেষে মনে পরল তাহলে।

ঘটনা-তিনঃ এটা এক ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা। ঐ ভাই এই কাজ পাগল ভাইকে একটা মেসেজ পাঠাইছে যে ভাই আমাকে একটু অনুমতি দিলে আমি অমুক ভাইয়ের সাথে একটু

দেখা করব। ভাইয়ের রিপ্লাই-আচ্ছা আপনার ঐ ভাইয়ের সাথে দেখা করার মত যথেষ্ট অবসর আছে। ভাই রিপ্লাই পেয়ে প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নাই। অতঃপর কয়েকদিন পর ভাইয়ের উপর মোটামুটি বিভিন্ন কাজ এসে হাজির হল। তখন ভাইয়ের বুঝে আসল সেই রিপ্লাইয়ের তাৎপর্য।
এরকম ঘটনা বলে শেষ করা যাবে না।
প্রিয় ভাই আমরা যারা কিছুটা অলস তারা হয়ত আপনার সাথে ঠিকমত তাল মিলাতে পারি না। আমাদের যতটুকু কাজ করা উচিৎ তা ঠিকমত করতে পারি না। আমাদের জন্য দুয়া করবেন যাতে আপনার মত দ্বীনের কাজের প্রতি আল্লাহ্* সেই পরিমাণ মহব্বত তৈরি করে দেন যাতে করে আমরাও আপনার মত কাজ পাগল হতে পারি।
দুয়া করি আল্লাহ্* যাতে আপনাকে শহীদ হিসেবে কবুল করার আগ পর্যন্ত এই ভাবেই দ্বীনের কাজ করার তৌফিক দান করেন এবং এই ভূমিতে জিহাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমিন।।

(মুজাহিদ ও তাঁদের রিজিক)

আল্লাহ্* এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আর আল্লাহ্*র এই ওয়াদা জিহাদের ময়দানে যতটা ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব অন্য কোথাও এটা এত ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব না।
ঘটনা-একঃ এটা ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা। একদিন আমরা তিন ভাই এমনিতেই বিভিন্ন খাবার নিয়ে কথা বলছিলাম। এক ভাই বললেন আমি জীবনে কখনো রাজহাঁস খাই নাই। আমাদের খাবারের আলোচনা এখানেই শেষ। আমাদের তিন জনের মধ্যে একজন ভাই কয়দিন পর বাড়িতে গেলেন। যেদিন ফিরলেন দেখলাম উনার হাতে একটা চটের ব্যাগ। ব্যাগের মাঝে একটা ছিদ্র দিয়ে একটা মাথা উঁকি দিয়ে আছে। ভিতরে আসার পর দেখলাম চটের ব্যাগের ভিতর বিশাল সাইজের একটা রাজহাঁস। ভাই বললেন এক বোন রাজহাঁস পালতেন। ত ঐ বোন রাজহাঁস পালা শুরুর সময়ই নিয়ত করেছিলেন যে একটা রাজহাঁস তিনি মুজাহিদ ভাইদেরকে খাওয়াবেন। অর্থাৎ আমাদের ঐ ভাই যখন রাজহাঁসের কথা বলেছিলেন তারও অনেক আগেই আল্লাহ্* সুবহানু তা'আলা ভাইয়ের জন্য এক বোনের বাড়িতে রাজহাঁস পালন করাচ্ছিলেন।
ঘটনা-দুইঃ কিছুদিন পূর্বে এক ভাইয়ের বাসায় কোন একটা কারণে আমরা দুই জন ভাই কিছুদিন ছিলাম। আমার সাথী ভাইয়ের গোশতের প্রতি প্রচন্ড অনুরাগ। বিশেষ করে গরুর গোশত। খাবারের মেনুতে গোশত থাকলে ভাইয়ের চোখ জলজল করতে থাকে। আর সবজি বা এই টাইপের কিছু থাকলে ভাইয়ের চেহারা ঐদিন হত দেখার মত। যাই হোক মূল ঘটনায় ফিরে আসি। আমার সাথী ভাই একদিন বললেন ভাই অনেক দিন হইছে গরুর গোশত খাই না। আমি ত এই বাসায় আসার সময় কোন হাদিয়া নিয়ে আসতে পারি নাই। আপনি একটু ভাইকে মেসেজ পাঠান যে ভাই যেন আজকে আসার সময় গরুর গোশত নিয়ে আসে। এই টাকাটা আমি ভাইকে দিয়ে দিব। আমি কি একটা জিনিস চিন্তা করে ভাইকে মেসেজ পাঠাতে ভুলে গেছি অথবা ইচ্ছা করেই পাঠাই নাই। যাই হোক রাতের বেলা বাইরে থেকে ভাই আসলেন। উনার হাতে দুইটা বক্স। একটা বক্সের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ এবং আরেকটা বক্সের

মধ্যে গরুর গোশত। আমি আমার সাথী ভাইয়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম ভাই আল্লাহ্*র কাছে শুকরিয়া আদায় করছে।
এরকম ঘটনা আমার এই স্বল্প দিনের জিহাদি জীবনে এতবার ঘটেছে যে রিজিক নিয়ে কখনো আর কোন দুশ্চিন্তা হয় না।

(বিজয়ী জেনারেশন)

পৃথিবীতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে তখন সেই কাজের জন্য উপযোগী জেনারেশন আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তৈরি করে নেন। প্রাসঙ্গিক ছোট্ট দুটি ঘটনা বলি।
ঘটনা-একঃ এক ভাইয়ের আহলিয়ার ছোট বোন সবে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছে। মাদ্রাসা থেকে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসে। বাড়ি এসে সে বাসার সবাইকে শোনায় সে এই এক সপ্তাহে কতবার তাঁর উস্তাদদের কাছ থেকে জাযাকাল্লাহ এবং মাশাল্লাহ পেয়েছে। শুনে নিজেদের অতীতে ফিরে গেলাম। আমরা এক জেনারেশন যেখানে শিক্ষকরা বাংলায় দিত 'অতি উত্তম' অথবা 'উত্তম' আর ইংরেজীতে দিত 'Excellent' or 'very good'। আর এতেই সবাই লালায়িত থাকতাম। কখনো বুঝিওনি যে এই মন্তব্যগুলো কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এখন এসেছে নতুন জেনারেশন যারা 'জাযাকাল্লাহ' আর 'মাশাল্লাহ' এর পিছনে ছোটে যার সীমানা শুধু মুখে বা কাগজে সীমাবদ্ধ না বরং তা আল্লাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
ঘটনা-দুইঃ এই ঘটনা কোথাও পড়েছি অথবা কোন ভাইয়ের কাছে শুনেছি। এই মুহূর্তে মনে করতে পারতেছি না। ঘটনাটা হল এক বোন তাঁর পরিচিতি আর এক দ্বীনি বোনের বাসায় বেড়াতে গেছেন। দুজন গল্প করছেন। এসময় বোনের বাচ্চারা বোনের কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেছে আম্মু আজ কি আমরা জান্নাতে গাছ রোপন করব না। সুবহানাল্লাহ বোন নিজে আজকার করেন এবং তাঁর বাচ্চাদের এই ছোট বয়স থেকেই কোন দুয়ার ফজিলত কি তা শেখাচ্ছেন।
আশার বানীঃ আমরা যারা 'excellent r very good' এর পিছনে ছুটতাম সেই জেনারেশনের জিহাদি তৎপরতায় কাফির মুরতাদদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগার। আর যখন এই 'জাযাকাল্লাহ আর মাশাল্লাহ' অথবা ছোট বেলা থেকেই জান্নাতে গাছ রোপন করা জেনারেশন আসবে তখন এদের অবস্থা কি দাঁড়াবে। প্রস্তুত হ কাফির-মুরতাদরা নতুন জেনারেশনের মোকাবেলা করার জন্য।

(এক ঈমানদীপ্ত বিধবা মায়ের গল্প)

দেশজুড়ে মুরতাদ সরকার আর তার নাপাক কুকুর সেনানীদের ভয়ে এতদিনের হক্কানী লেবাসধারী আলেমরা পর্যন্ত যেখানে অতি দ্রুত ব্যানার বানিয়ে রাস্তায় জঙ্গী বিরোধী স্লোগানে শামিল হয়ে যায় তখন এই দেশেরই এক কোনে নিভৃতে বসে এক বিধবা মা রচনা করেন ঈমানদীপ্ততার নতুন উপাখ্যান। এই মাকে আল্লাহ্* তা'আলা এক ঈমানে টইটুম্বুর অন্তর দিয়েছেন যার বলে বলীয়ান হয়ে নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এদের সবার

রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নিজের দুই কন্যা এবং এক আদরের নাতনীকে তুলে দিয়েছেন তিন মুজাহিদের হাতে। চারপাশের অব্যাহত চাপ, চোখ রাঙ্গানী এই মাকে ভীত করেনি। স্বামীর স্বপ্ন ছিল কন্যাদের মুজাহিদ পাত্রের হাতে তুলে দিবেন। স্বামী গত হয়েছেন। কিন্তু স্বামীর লালন করা স্বপ্ন নিজ বুকে লালন করেছেন এবং তা বাস্তবে আলহামদুলিল্লাহ করেও দেখিয়েছেন। আর সাধুবাদ সেই বোনদের যারা এই সমাজের তথাকথিত নারীদের মত ভোগবিলাসী জীবনের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুজাহিদ স্বামীর ঘরকে আলোকিত করে রেখেছেন। বোন আপনাদের প্রেরণা আমাদের সামনে এগিয়ে চলার পাথেয়। আল্লাহ্* আপনাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

প্রিয় মা আপনাদের মত মায়েরা যখন এই ভূমিতে পদচারনা শুরু করেছেন তখন ইনশাল্লাহ আর দ্বীনের আলোকে কাফির মুরতাদরা খুব বেশীদিন নিভিয়ে রাখতে পারবে না। আপনাদের মুজাহিদ সন্তানরা নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও ইসলামের নতুন ইতিহাস লিখবে। আপনারা শুধু দোয়া করবেন আমরা যাতে কক্ষপথে অটল থাকতে পারি।

(মুমিনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নেককার স্ত্রী)

মুজাহিদ ভাইদের জীবন কারও একরকম না। কেউ এক দিকে থেকে নিশ্চিন্তে থাকে ত আরেক দিক থেকে পরীক্ষা এসে উপস্থিত হয়। আর এভাবেই জীবন অতিবাহিত হয়। দুই ভাইয়ের গল্প বলব যাঁদের পরিস্থিতি এক কিন্তু প্রাপ্তি ভিন্ন।

প্রথম ভাইঃ বোনের সাথে বিবাহ হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। ইতোমধ্যে প্রথম সন্তাম মিস ক্যারেজ হয়েছে। যাই হোক ঘটনা চক্রে বোনের কাছ থেকে ভাইকে দূরে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মহব্বত তূলনাহীন। একদিন ভাই বোনকে পরীক্ষা করার জন্য এমন একটা মেসেজ পাঠালেন, 'আমি এখানে খুব কষ্টে আছি। মনে হচ্ছে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছে চলে আসি'। এখানেই মেসেজ শেষ। এরপর দিন যায় সপ্তাহ যায় মেসেজের রিপ্লাই আর আসে না। ভাইয়ের কিঞ্চিত মন খারাপ থাকে। জিজ্ঞেস করতে ভাই বললেন যে এরকম একটা মেসেজ পাঠাইছি তাঁরপর থেকে আর কোন রিপ্লাই আসতেছে না। অতঃপর প্রায় ১০/১২ দিন পর বোনের রিপ্লাই আসল। মেসেজটা এরকম 'আপনি মুজাহিদ শুধুমাত্র এজন্যই আপনাকে বিবাহ করেছি। এখন যদি আপনি জিহাদ ছেড়ে দেন তাহলে আর আপনার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আমার রাখা চলে না'। অতঃপর ভাই অনেক কষ্টে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে তিনি এমনিতেই বোনকে পরীক্ষা করার জন্য মেসেজটা লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় ভাইঃ এই ভাইও বিবাহিত। এই ভাইয়ের কাছে বোনের তরফ থেকে মেসেজ আসে এরকম 'আপনি ফেরত আসেন। এতে যদি আপনাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাতেও সমস্যা নাই। আপনি জেল থেকে বের হয়ে আমাদের সাথে থাকবেন'। ভাই এই মেসেজের আর কি উত্তর দিবে। চুপচাপ হজম করে যান।

প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদের জিহাদি জীবনে এই দুই ধরণের বোনই পাবেন। কেউ হয়ত প্রথম বোনের মত অন্তর প্রশান্তকারী হবেন। আর কেউ হবেন দ্বিতীয় বোনের মত ফিতনা সৃষ্টিকারী। ঘাবড়ানোর কিছু নাই।

আল্লাহর কাছে দুয়া করি তিনি যেন আমাদের সকল ভাইকে প্রথম ভাইয়ের মত চক্ষু

শীতলকারী এবং অন্তর প্রশান্তকারী এমন বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করেন। আর যেসব ভাই দ্বিতীয় বোনের মত পেয়েছেন আল্লাহ্ সেই সব বোনদের হিদায়াত দিন এবং ভাইদেরকে এই কঠিন মুহূর্তে সবর করার তৌফিক দান করেন।